ঐক্য উৎকর্ষ সেবা

চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংসদ

Chirka Chandpur High School Alumni Association

স্থাপিত : ২০২৬ খ্রিঃ

গঠনতন্ত্র

অস্থায়ী কার্যালয়ঃ- ঢাকা- ১০০০

লিয়াজোঁ কার্যালয় :- চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

ধারা: ০১ ভূমিকা:-

পরম করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ করছি।

চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র সংসদ

গঠনতন্ত্র

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ উপজেলঅর অর্ন্তগত ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "**চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়" ১৯৬২** সালে প্রতিষ্ঠিত। পরবতীতে একটি **১৯৯৬** সালে কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত সুনামের সাথে অধ্যাবধি শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে চলছে। প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এই পর্যন্ত ও স্কুল ও কলেজের বহু প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী দেশ-বিদেশে নিজেদের, প্রতিষ্ঠানের ও দেশের সুনাম অক্ষুন্ন রেখে কাজ করে যাচ্ছেন। এই স্কুল ও কলেজের সেসব ছাত্র-ছাত্রী যারা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত, তাদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, আর্থিক, সামাজিক ও পারিবারিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে একতাবদ্ধ হয়ে একটি সংগঠন গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ সমিতি প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করার পাশাপাশি **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের** বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষক-কর্মচারী এবং বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে কাজ করবে। বিভিন্ন দুর্যোগ-দূর্বিপাকেও আত্মমানবতার সেবায় কাজ করবে।

ধারা: ০২ সংগঠনের নাম:-

বাংলায়:- **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্র পরিষদ**

ইংরেজিতে: "**Chirka Chandpur High School Alumni Association**"

ওয়েবসাইট : cchsalumni.org

২.১) মনোগ্রাম-

২.২) প্রতিষ্ঠাকাল- ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ খ্রিঃ

২.৩) এই সংবিধানটি প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনসাপেক্ষে কার্যকর হবে।

২.৪) মূলমন্ত্র- ঐক্য, উৎকর্ষ, সেবা।

ধারা: ০৩ সংগঠনের কার্যক্রমের আওতাভুক্ত এলাকা:-

চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। (বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাহিরে বসবাসরত)

ধারাঃ ০৪ সংগঠনের ঠিকানাঃ-

৪.১) প্রধান কার্যালয়/স্থায়ী ঠিকানা: ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪.২) অস্থায়ী কার্যালয়/বর্তমান ঠিকানা: ঢাকা, বাংলাদেশ।

৪.৩) লিয়াজোঁ কার্যালয়: **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ**, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর।

ধারাঃ ০৫ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ-

৫.১) এই সংগঠন একটি অলাভজনক, অরাজনৈতিক, কল্যাণমুখী ও ধর্ম নিরপেক্ষ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। দেশ-বিদেশে অবস্থানরত **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের** প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালানো হবে অত্র সংগঠনের লক্ষ্য।

৫.২) প্রাক্তন শিক্ষার্থীগণ সমাজ ও কর্মজীবনে কে, কোথায় কি অবস্থায় এবং কোন পদ মর্যাদায় রয়েছেন এর সঠিক তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে সদস্য পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

৫.৩) **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজকে** একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার ব্যাপারে স্কুল কলেজ কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাবে। সেই সাথে সৃজনশীল প্রতিভাকে উৎসাহিত করার জন্য অধ্যয়নরত গরীব, মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে যথোপযুক্ত আর্থিক/বৃত্তি/পুরস্কার প্রদান করা।

৫.৪) আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকমন্ডলীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা।

৫.৫) মানবতার সেবা প্রদান, পুনর্বাসন করাসহ যৌতুক, বাল্যবিবাহ, নারীদের অধিকার, নিরাপদ সড়ক, ইভটিজিং ও মাদকের বিরুদ্ধে সব ধরনের সচেতনতা জোরদার করা।

৫.৬) অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, কর্মচারী এবং প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থ অক্ষুন্ন রেখে কাজ করবে।

৫.৭) সংগঠনের আয়ের কমপক্ষে ৩০ ভাগ অর্থ বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ব্যয় করা হবে।

৫.৮) এই সংগঠন দ্বারা কোন রাজনৈতিক ফায়দা গ্রহণ করা যাবে না ও কোন রাজনৈতিক সভা সমাবেশ করা যাবে না।

৫.৯) এই সংগঠনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কমসূচি গ্রহণ করা হবে।

ধারাঃ ০৬ সদস্য পদঃ-

অত্র স্কুল কলেজের সকল প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী এই সংগঠনের বর্ণিত নিয়মাবলী ও শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষে প্রাথমিক সদস্য পদ লাভ করবে।

ধারাঃ ০৭ সদস্য পদের যোগ্যতাঃ-

অবশ্যই **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ** থেকে এসএসসি বা এইচএসসি পাশের সনদ থাকতে হবে।

৭.১) রাষ্ট্রবিরোধী, মাদকসেবী/বিক্রেতা ও অনৈতিক কাজে জড়িত প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীরা সদস্য হতে পারবে না।

ধারাঃ ০৮ সদস্যের শ্রেণী বিভাগঃ-

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য;

খ) আজীবন সদস্য;

গ) সাধারণ সদস্য।

৮.ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য-

এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী। ১০/০৯/২০২৬ তারিখের প্রথম সভায় উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ (যারা পরবর্তীতে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে সদস্য অনুমোদন নিয়েছেন) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। তবে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হতে হলে নূন্যতম এককালীন ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।

৮.খ) আজীবন সদস্য-

কার্যকরী পরিষদের সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আজীবন সদস্য মনোনীত করা হবে। তবে আজীবন সদস্য হতে হলে নূন্যতম এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে।

৮.গ) সাধারণ সদস্য-

চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী (বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত) যিনি সংগঠনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সদস্যেও যোগ্যতা অর্জন করেছেন তারাই সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

ধারাঃ ০৯ সংগঠনের চাঁদাঃ-

বাৎসরিক ১০০/- (একশত) টাকা। ভর্তি ফি বাবদ ১০০/- (একশত) টাকা প্রদান করতে হবে।

৯.ক) সদস্য গ্রহণ পদ্ধতিঃ

নির্ধারিত ফরম পূরণের মাধ্যমে নির্ধারিত ফি রশিদ এর মাধ্যমে প্রদান করে সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে।

ধারাঃ ১০ যুক্তিসংগত কারণে সাধারণ সদস্যপদ বাতিল/সাময়িকভাবে স্থগিত করণঃ-

১০.১) সমিতির স্বার্থ ও গঠনতন্ত্র পরিপন্থি আচরণ করলে,

১০.২) পরপর ৩ বৎসর সদস্য নবায়ন ফি প্রদান না করিলে,

১০.৩) লিখিতভাবে সদস্যপদ প্রত্যাহার/স্বেচ্ছায় পদত্যাগ, মানসিক বিকারগ্রস্ত ও মৃত্যু হলে।

ধারাঃ ১১ সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিলকৃত সদস্যদেও পুনরায় নেয়া বা পুনঃসদস্য ভুক্তিঃ-

১১.১) বাতিল বা সাময়িক স্থগিতকৃত সদস্যের যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে;

১১.২) সংগঠন কর্তৃক তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের সুপারিশ রিপোর্ট অনুযায়ী;

১১.৩) কার্যকরী কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য পুনবর্হাল করা যাবে।

ধারাঃ ১২ সংগঠনের শাখা গঠনঃ-

কেবলমাত্র কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন শাখা গঠন করা যাবে এবং প্রয়োজনে ঐ শাখা বিলুপ্ত করা যাবে।

ধারাঃ ১৩ সাংগঠনিক কাঠামোঃ-

ক) সাধারণ পরিষদ

খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ

গ) উপদেষ্টা পরিষদ

ঘ) ব্যাচ পরিষদ

১৩.ক) সাধারণ পরিষদঃ

বার্ষিক চাঁদা প্রদানকারী সাধারণ সদস্য, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও আজীবন সদস্য সমন্বয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে। তাদের সকলের ভোটাধিকার থাকবে। তারা প্রতিষ্ঠানের আইন-কানুন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বাৎসরিক বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করবেন। বছরে একবার এই পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিষদ কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলী পরিচালনা করবে। তবে সংগঠনের জরুরি প্রয়োজনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যৌথ স্বাক্ষরে ৭ দিনের জরুরি নোটিশে সভা আহ্বান করতে পারবে।

১৩.খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ-

সাধারণ পরিষদের সদস্যগণ থেকে সদস্য নিয়ে কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। প্রতি ৩ (তিন) বছর অন্তর নির্বাচন হবে এবং বিধি মোতাবেক কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এই পরিষদ প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি পরিচালনা ও বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে এবং সাধারণ পরিষদের কাছে দায়ি থাকবে।

১৩.খ-১) নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে দুই মেয়াদেও বেশি থাকতে পারবে না।

১৩.খ-২) কমপক্ষে তিন বৎসর সাধারণ পরিষদের সদস্য পদ বহাল থাকার পর কার্যনির্বাহী পরিষদে থাকতে পারবে। প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ধারা শিথিলযোগ্য।

১৩.খ-৩) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ

ক) সভাপতি : ১ জন

খ) সহ-সভাপতি : ৭ জন

গ) সাধারণ সম্পাদক : ১ জন

ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক : ৩ জন

ঙ) সাংগঠনিক সম্পাদক : ৪ জন (ঢাকা, ফরিদগঞ্জ, বিদেশ, মহিলা)

চ) কোষাধ্যক্ষ : ১ জন

ছ) হিসাব নিরীক্ষা : ১ জন

জ) দপ্তর সম্পাদক : ১ জন

ঝ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক : ১ জন

ঞ) সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক : ১ জন

ট) মহিলা বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

ঠ) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

ড) তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

ঢ) আপ্যায়ন, সমাজ ও ছাত্র কল্যাণ সম্পাদক : ১ জন

ত) স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

থ) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

দ) আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন

ধ) আইন বিষয়ক সম্পাদক : ১ জন কর্মকর্তা

ধ) নির্বাহী সদস্য : ২৬ জন (সর্বোচ্চ ৬ জন মহিলা সদস্য)

সর্বমোট : ৫৫ জন

১৩.গ) উপদেষ্টা পরিষদঃ

সাধারণ সদস্য থেকে নির্বাহী কমিটির প্রথম সভায় উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হবে। এই পরিষদের সদস্যগণ সংগঠনের যাবতীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সংখ্যা ও মনোনয়ন কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারণ করবেন। কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

১৩.ঘ) ব্যাচ পরিষদঃ

চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রতিষ্ঠাকালীন ব্যাচ থেকে অদ্যাবধি এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করা প্রতিটি ব্যাচ থেকে ২ জন করে প্রতিনিধি মনোনয়ন দেওয়া হবে। যারা তাদের স্ব স্ব ব্যাচ ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ/সমন্বয় রক্ষা করে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করবে। কার্যনির্বাহী কমিটি বিভিন্ন ব্যাচের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যাচ প্রতিনিধি মনোনয়ন দিবে।

ধারাঃ ১৪ কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষমতাঃ-

১৪.ক) সভাপতিঃ

সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে সভাপতি দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.ক-১) সকল কার্যাবলী তদারকি করবেন, পরামর্শ প্রদান করবেন, সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

১৪.ক-২) সভাপতি আয়-ব্যয়ের বা লেনদেনের অনুমোদন এবং গঠনতন্ত্রের ধারার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দান করবেন।

১৪.খ) সহ-সভাপতিঃ

সভাপতির অবর্তমানে সভাপতির সকল দায়িত্ব ক্রমানুসারে পালন করবেন।

১৪.গ) সাধারণ সম্পাদকঃ

১৪.গ-১) সংগঠনের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সাথে চিঠিপত্র, সকল প্রকার কাগজপত্র তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন এবং বিল ভাউচার লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র নিজে যাচাই বাছাই করে অনুমোদন এর ব্যবস্থা নিবেন।

১৪.গ-২) সকল ধরনের সভার বিষয়ে সভাপতির সাথে পরামর্শ করে সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান এবং এজেন্ডা উল্লেখ করে নোটিশ লিখে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। কর্মচারীর নিয়োগ ও অফিস ভাড়ার দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.গ-৩) কোষাধ্যক্ষের সাথে সকল লেনদেনে যৌথ স্বাক্ষরদাতা হবেন।

১৪.ঘ) যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকঃ

সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকদের ক্রমানুসারে সকল দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.ঘ-১) সাংগঠনিক সম্পাদকঃ

সংগঠনের সাংগঠনিক সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ মোতাবেক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করবেন। ঢাকায় বসবাসরত থেকে ১ জন, ফরিদগঞ্জে বসবাসরত থেকে ১ জন, প্রবাসে অবস্থানরত একজন ও মহিলাদের থেকে ১ জন সাংগঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.ঙ) কোষাধ্যক্ষঃ

১৪.ঙ.০১) ব্যাংক/হিসাবের কাগজপত্র সংরক্ষণ ও নগদ লেনদেনের নিয়মিত হিসাব রাখবেন।

১৪.ঙ.০২) সব ধরনের লেনদেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শক্রমে করবে।

১৪.চ) সকল সম্পাদকবৃন্দ স্ব-স্ব দপ্তরের দায়িত্ব পালন করবেন। সেই সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

১৪.ছ) কার্যকরী সদস্যঃ

১) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের পরামর্শ অনুযায়ী উল্লেখিত দপ্তর/বিভাগের সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন।

২) কার্য নির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে উত্থাপিত আলোচ্য বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করবেন।

ধারাঃ ১৫ নির্বাচনঃ-

সকল ধরনের নির্বাচন সরাসরি ভোটের মাধ্যমে হবে। এছাড়া সবার মতামতের ভিত্তিতে অনলাইন ভোটিংয়েও হতে পারবে।

১৫.০১) নির্বাচন পরিচালনা কমিটিঃ ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিবেন না এমন তিনজন সদস্য/ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার হবেন।

ধারাঃ ১৬ নির্বাচন পদ্ধতিঃ-

১৬.১) কার্যকরী পরিষদঃ

সাধারণ পরিষদের বৈধ তালিকাভুক্ত সদস্যদেও ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

১৬.২) মেয়াদঃ

নির্বাচন বা মনোনয়নের দিন হতে ৩ বছরের জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ হবে এবং ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে নির্বাহী কমিটির সভায় ৩ মাস, যৌথ সভায় ৬ মাস এবং বিশেষ সাধারণ সভায় ১ বছর মেয়াদ বর্ধিত করা যেতে পারে।

ধারাঃ ১৭ ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভাঃ-

কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ পূর্তির ৩ মাস পূর্বে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হবে। নির্বাহী পরিষদ থেকে ৭ জন, উপদেষ্টা পরিষদ থেকে ২ জন, সাধারণ পরিষদ থেকে ১০ জন (এক্ষেত্রে ব্যাচ প্রতিনিধি প্রাধান্য পাবে) এবং নির্বাহী পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে সদস্যসহ মোট ২১ জন সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে একজন আহ্বায়ক থাকবেন। প্রয়োজনে উপ-কমিটি করিতে পারবেন। এই কমিটি নির্বাহী কমিটির মেয়াদ পূর্তির কমপক্ষে ৩০ দিন পূর্বেই ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন।

১৭.১) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে নতুন নির্বাহী কমিটির নির্বাচন করিতে ব্যর্থ হইলে বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৭.২) এক্ষেত্রে (১৫.১) এর বিধান মতে নির্বাচন কমিশন জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করবেন। যার মেয়াদ অনূর্ধ্ব ১৮০ দিন (ছয় মাস)।

১৭.৩) এডহক কমিটির ধরনঃ

ক) একজন আহ্বায়ক, একজন সদস্য সচিব ও নয়জন সদস্য।

খ) উক্ত এডহক কমিটি তাদের মেয়াদ কালের মধ্যে পুনরায় সাধারণ সভা ডেকে নিয়মিত কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারাঃ ১৮ ভোটের প্রণালীঃ-

এক ব্যক্তি এক ভোটের অধিকারী হবেন এবং একটি ভোট প্রদান করবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না।

ধারাঃ ১৯ সভার নিয়মাবলীঃ-

সকল সভা লিখিত নোটিশ/ অফিসের নোটিশ বোর্ড/ বিজ্ঞাপন/ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম/ মোবাইল ফোন/ই-মেইল/পত্রিকা/ টেলিভিশনের মাধ্যমে জানানো যাবে।

১৯.ক) সাধারণ সভাঃ

সাধারণ সভা প্রতি ১ বছর অন্তর ১ বার অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ দিনের নোটিশ এবং সভায় কোরামের জন্য মোট সদস্যের এক চতুর্থাংশ সদস্য প্রয়োজন হবে।

১৯.খ) যৌথ সভাঃ

উপদেষ্টা পরিষদ, কার্যনির্বাহী পরিষদ ও ব্যাচ পরিষদ নিয়ে বছরে কমপক্ষে একটি সভা করতে হবে। কোরাম এক তৃতীয়াংশ।

১৯.গ) কার্যনির্বাহী সভাঃ

কার্যনির্বাহী সভা ৭ দিনের নোটিশে করতে হবে। কোরাম এক তৃতীয়াংশ। বছরে কমপক্ষে ৩টি সভা করতে হবে।

১) জরুরি সভাঃ ৩ দিনের নোটিশে করা যাবে। কোরাম এক চতুর্থাংশ।

২) অতীব জরুরি সভাঃ ২৪ ঘণ্টার নোটিশে সভাপতি সভা ডাকবে। কোরাম এক চতুর্থাংশ।

৩) বিশেষ সাধারণ সভাঃ নির্ধারিত বিষয়ে ২১ দিনের নোটিশে সভা আহ্বান করতে হবে। কোরাম এক তৃতীয়াংশ। এই সভা একমাত্র সভাপতি আহ্বান করিতে পারিবেন।

১৯.ঘ) তলবি সভাঃ

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক বিধি মোতাবেক কোন সভা আহ্বান না করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের স্বাক্ষরে সভা আহ্বান করা যাবে। তলবি সভার সিদ্ধান্ত সকলে মানতে বাধ্য থাকবে। তবে তলবি সভা সমিতির কার্যালয়ে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। কোরাম এক চতুর্থাংশ।

১৯.ঙ) মূলতবি সভাঃ

১৯.ঙ-১) সাধারণ ও যৌথ সভায় কোরাম না থাকলে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে সভা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে কোরাম না হলেও চলবে।

১৯.ঙ-২) কার্যনির্বাহী সভায় পর পর ২ বার কোরাম না হলে তিন দিনের মধ্যে তৃতীয় সভায় উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

১৯.ঙ-৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে অন্তত একটি ঢাকার বাহিরে নয়াহাট বাজার বা অন্য কোথাও করতে হবে।

ধারাঃ ২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ-

২০.১) সদস্যের চাঁদা, দান-অনুদান ও মঞ্জুরি সংগঠনের আয়ের উৎস হিসেবে গণ্য হবে।

২০.২) সঞ্চয়/চলতি হিসাব বা উভয় হিসাব সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এই তিনজনের স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। তবে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক করে নূন্যতম ২ জনের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২০.৩) সকল টাকা ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। কোন টাকা হাতে রাখা যাবে না এবং সকল ভাউচারে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

২০.৪) সর্বোচ্চ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা নগদ আকারে রাখা যাবে।

ধারাঃ ২১ অডিটঃ-

অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনায় অডিট হবে। প্রয়োজনে অডিট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে হিসাব-নিরীক্ষা করা হবে এবং বছরের শেষে সাধারণ সভায় বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

ধারাঃ ২২ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ-

এই বিধিমালা সংশোধন সংযোজন বিয়োজন পরিবর্তন করতে হলে কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সংশোধন খসড়া অনুমোদন করতে হবে। এই খসড়া সাধারণ পরিষদে সভায় উপস্থাপন করে দুই তৃতীয়াংশের মতামতে অনুমোদিত হলে তা কার্যকরী হবে।

ধারাঃ ২৩ সংগঠনের বিলুপ্তিঃ-

কোন সুনির্দিষ্ট কারণে সংগঠনের দুই তৃতীয়াংশ ভাগ সদস্য যদি বিলুপ্তি করতে চান বা অন্য কোন সুনির্দিষ্ট কারণে বিলুপ্তি করতে হয় তাহলে সংগঠনের দায় দেনা পরিশোধপূর্বক অবশিষ্ট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি **চির্কা চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের** গরীব ফান্ডে হস্তান্তর করা হবে।

বিঃদ্রঃ- সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতিমালা অনুযায়ী অত্র সংগঠনের নিবন্ধন পাওয়ার লক্ষ্যে কোন ধারা/ উপধারা পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও বিয়োজন করিতে হলে গঠনতন্ত্র উপ-কমিটি তা করার এখতিয়ার রাখে।